খুলনা সংলাপ

জাতীয় উন্নয়নে অঙ্গীকার

শিক্ষা, শোভন কর্মসংস্থান, জেন্ডার সমতা

মঙ্গলবার, ২২ মার্চ ২০২২

খুলনা

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

UNDEF The United Nations Democracy Fund

সূচি

- সূচনা
- কার্যক্রমের উদ্দেশ্য
- খুলনা অঞ্চলের কিছু তথ্য
- মুক্ত আলোচনা সংগ্রহের পদ্ধতি
- খুলনা অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীদের অভিমত
- শোভন কর্মসংস্থান
- জেন্ডার সমতা
- শিক্ষা
- মুক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি
- মুক্ত আলোচনায় উত্থাপিত সুপারিশ
- সংলাপ থেকে প্রত্যাশা

সূচনা

- বাংলাদেশে প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো প্রথাগতভাবে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। এ নির্বাচনী ইশতেহার রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, নিজ দলের আদর্শিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ঘোষণা ও ভোটারদের তথা জনগণের প্রতি তাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের একটি প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে ধারণা দেয়।
- ইশতেহারে বর্ণিত অঙ্গীকারসমূহ যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটিকে দল ও ভোটারদের মাঝে একটি লিখিত চুক্তি বলে ধরে নেওয়া যায়।
- এই চুক্তির ভিত্তিতে জনসাধারণ তাদের নির্বাচিত সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণের অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জবাবদিহি চাওয়া এবং মেয়াদ শেষে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি কতটুকু কার্যকর হলো এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হয়।

- ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে "সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" শিরোনামে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ প্রকাশ করে।
  - এর মধ্যে ছিল ২০২১ সালের আগেই মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া
  - ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' অর্জন
  - ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ
  - 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা' তথা ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়া
  - এছাড়াও এই ইশতেহারে ৩৩ টি খাতে জোর দেওয়া হয়। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সুস্পষ্ট কর্মসূচী নিয়ে গত তিন বছর ধরে এই অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার।

কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয়ে নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট জ্ঞান ও অভিব্যক্তি;
- নীতি আলোচনায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা; এবং
- নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয়ে নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে শিক্ষা, জেন্ডার সমতা এবং শোভন কর্মসংস্থান এই তিনটি বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমুলক পদক্ষেপগুলো বের করে আনা।

খুলনা অঞ্চলের কিছু তথ্য

জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত

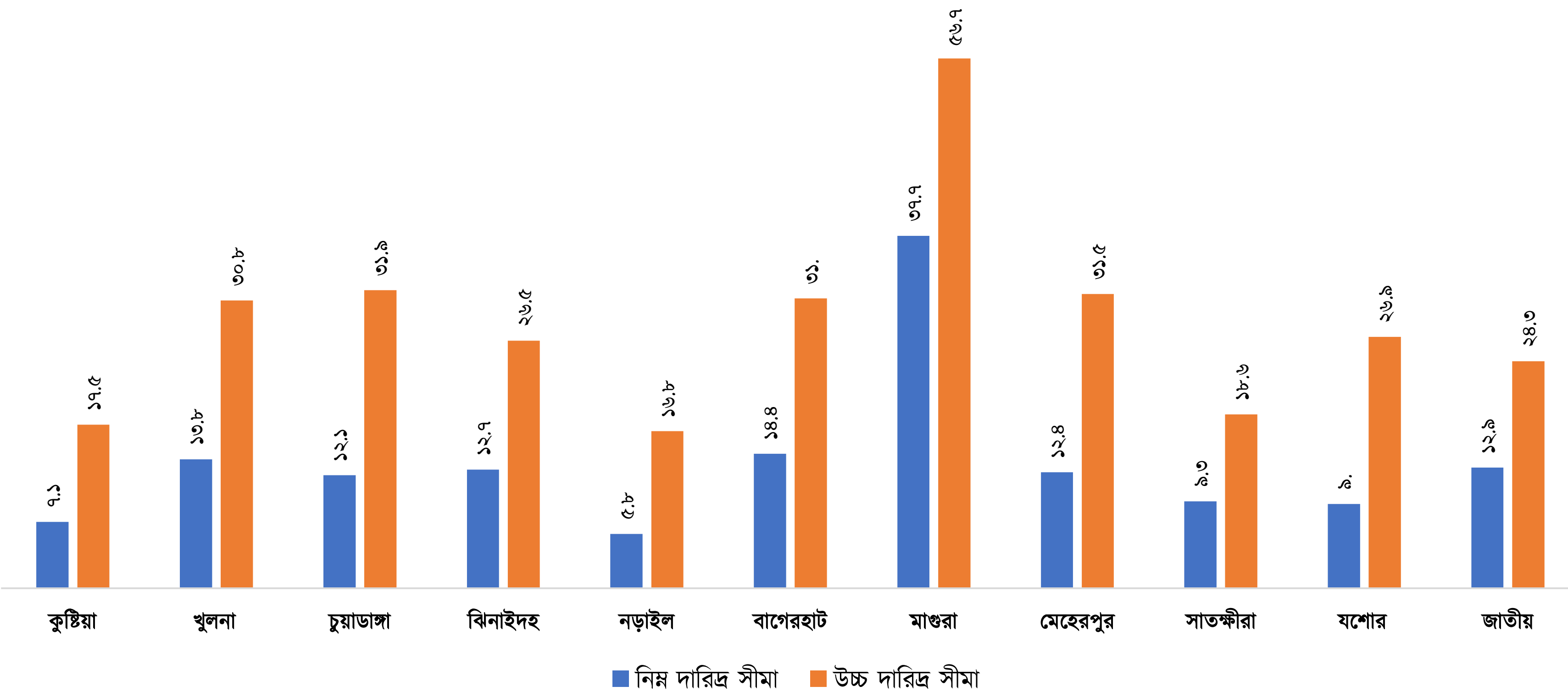

উৎসঃ খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬

- খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী বাগেরহাট ও খুলনা জেলায় জাতীয় নিম্ন দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত জাতীয় গড়ের চেয়ে উপরে
- জরিপ অনুযায়ী মেহেরপুর, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা এবং খুলনা জেলায় জাতীয় উচ্চ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক উপরে
- জরিপ অনুযায়ী মাগুরা জেলায় নিম্ন ও উচ্চ দারিদ্র্যসীমার উপরে বসবাস করা জনসংখ্যার হার জাতীয় গড়ের অনেক উপরে
- খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬-তে উপজেলা ভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায় না।

- খুলনার জেলাগুলো মধ্যে খুলনা, নড়াইল ও বাগেরহাট ব্যতীত অন্যান্য জেলায় খানাসমূহের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি
    - খানাসমূহের আয়ের প্রায় আধিকাংশ আসে কৃষি খাতে আত্ম-কর্মসংস্থান এবং দিন মজুরীর মাধ্যমে যা জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশী। খুলনা বিভাগের খুলনা ব্যতীত প্রতিটি জেলায় সেবা এবং অন্যান্য খাতে অংশগ্রহণের হার জাতীয় গড়ের চাইতে অনেক কম।

খানাসমূহের আয়ের প্রধান উৎস (%)

জেলা	আত্ম-কর্মসংস্থান (কৃষি)	দিন মজুর (কৃষি)	মোট কৃষি	আত্ম-কর্মসংস্থান (অ-কৃষি)	দিন মজুর (অ-কৃষি)	সেবা	অনান্য
কুষ্টিয়া	২২.৯১	১৯.৮০	৪২.৭১	২০.৫৮	১৬.৮৯	১২.০৩	৭.৭৭
খুলনা	১৪.৩৩	১৯.৫	৩৩.৮৩	১৮	১৭.৬৭	২২.৫	৮
চুয়াডাঙ্গা	৩১.০৫	২৬.৬২	৫৭.৬৭	১৯.৪৫	১১.৬০	৭.৮৪	৩.৪১
ঝিনাইদহ	৪১.০০	২৫.৯৭	৬৬.৯৭	৯.৭৯	৯.৫৬	৮.২০	৫.৯২
নড়াইল	২৭.৫২	২০.৭৮	৪৮.৩১	২৫.৮৪	৭.৩০	৯.৫৫	৮.৯৯
বাগেরহাট	১৭.৩৩	১৮.০৯	৩৫.৪২	২২.৬১	২৩.৩৬	১১.০৫	৭.৫৪
মাগুরা	৩৬.৪০	২০.৮৭	৫৭.২৮	১১.৬৫	১০.১৯	১০.৬৮	১০.১৯
যশোর	৩৪.১৪	১৭.৯৭	৫২.১১	২৩.৪১	৮.০০	১০.৮৮	৫.৫৯
মেহেরপুর	২১.৬০	৩৯.৬৯	৬১.৩০	১০.৫৫	১৭.০৮	৩.৫১	৭.০৩
সাতক্ষীরা	২৭.২৭	২৫.৬০	৫২.৮৭	১৯.১০	১৫.০২	৪.৬৩	৮.৩৫
জাতীয়	২৩.২	১৮.৮	৪২	১৭.৩	১৪.৩	১৫.২	১১.১

সূত্র: শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০

বাংলাদেশের সাথে খুলনার শ্রমবাজারের তুলনা (শতাংশে)

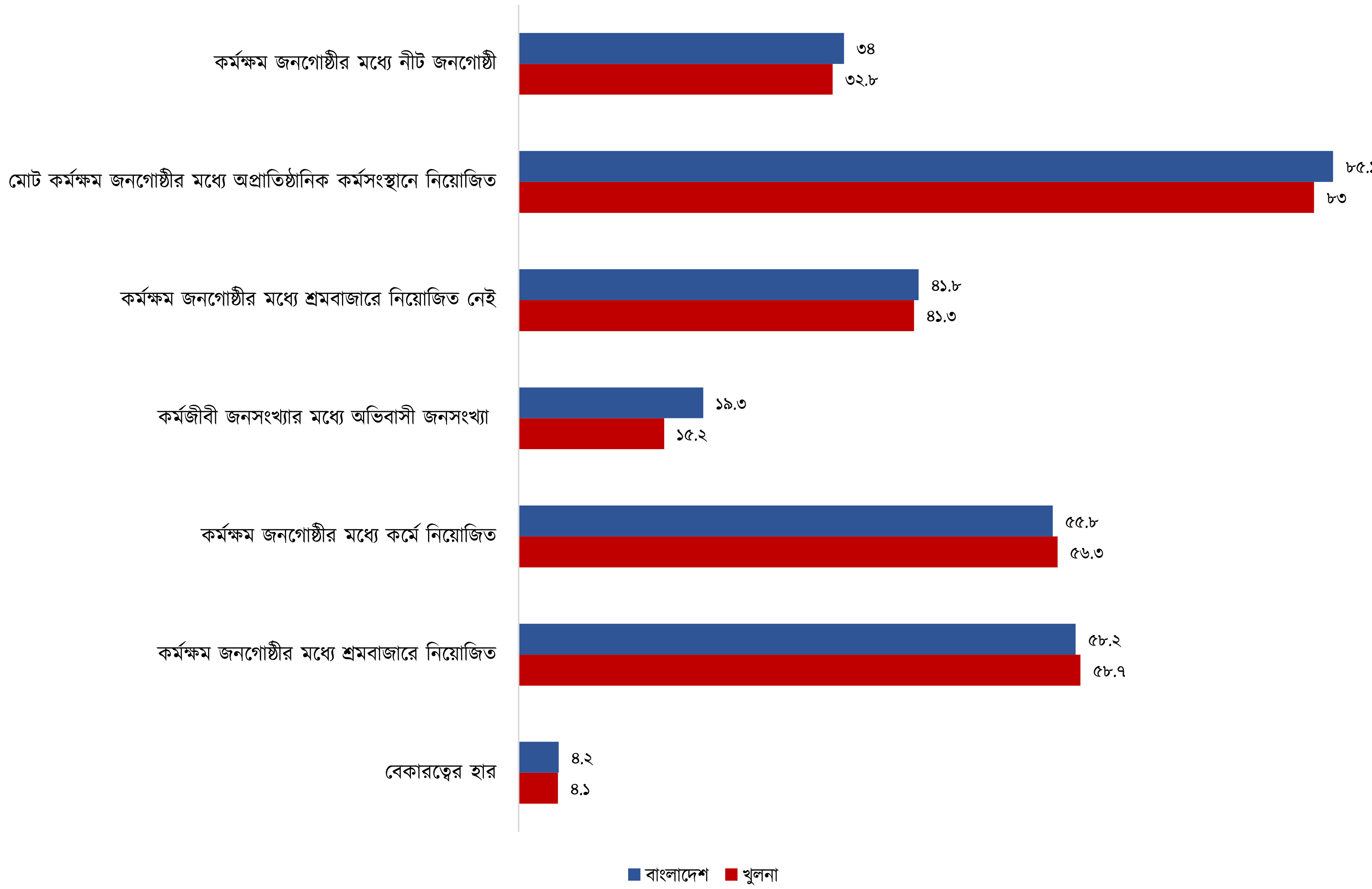

উৎসঃ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭

১৫ বছর বা ১৫ বছরের অধিক বয়সী বেকারত্বের হার এবং নীট জনগোষ্ঠী

বিভাগীয় পর্যায়ে

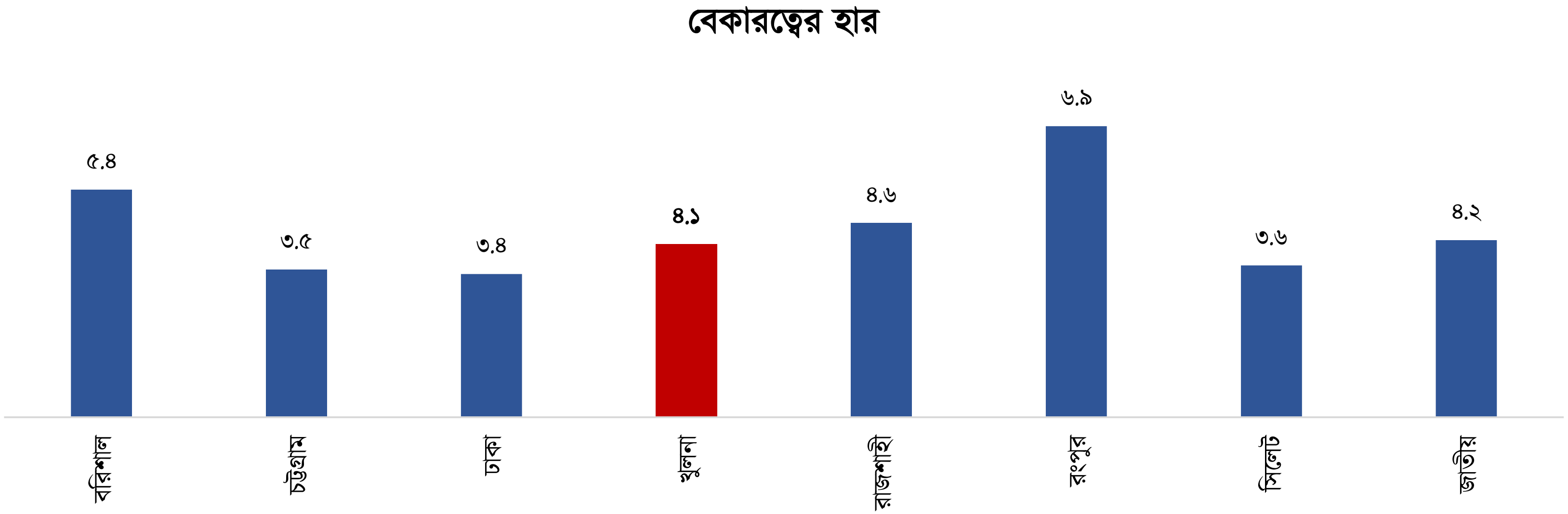

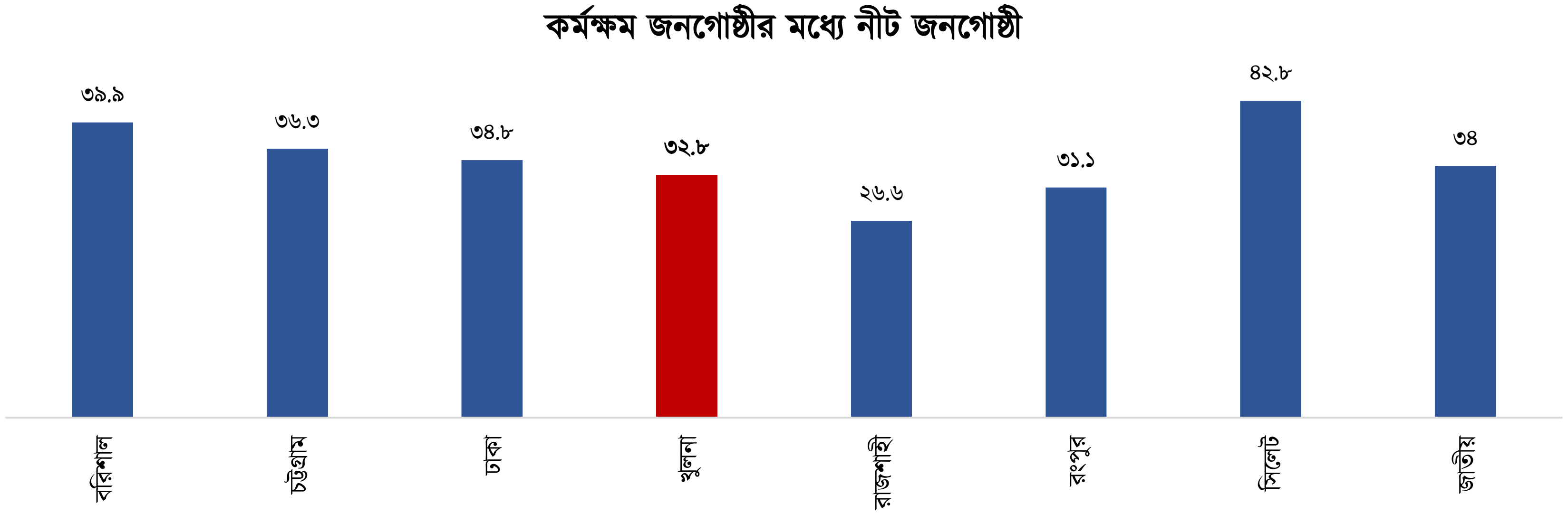

উৎসঃ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭

খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার শিক্ষিতের হারের চিত্র

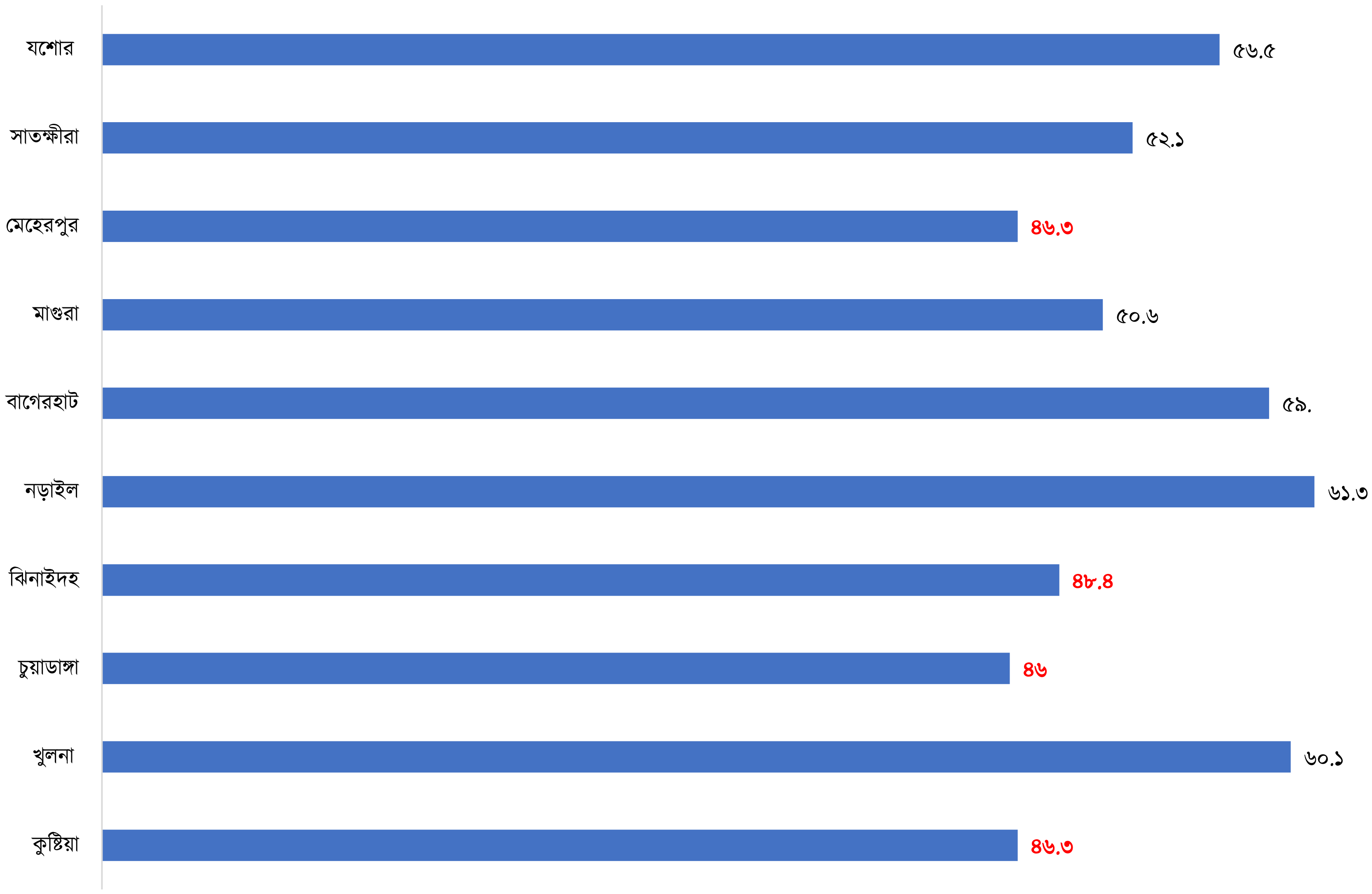

উৎস: জেলা পরিসংখ্যান ২০১১

খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুপাত

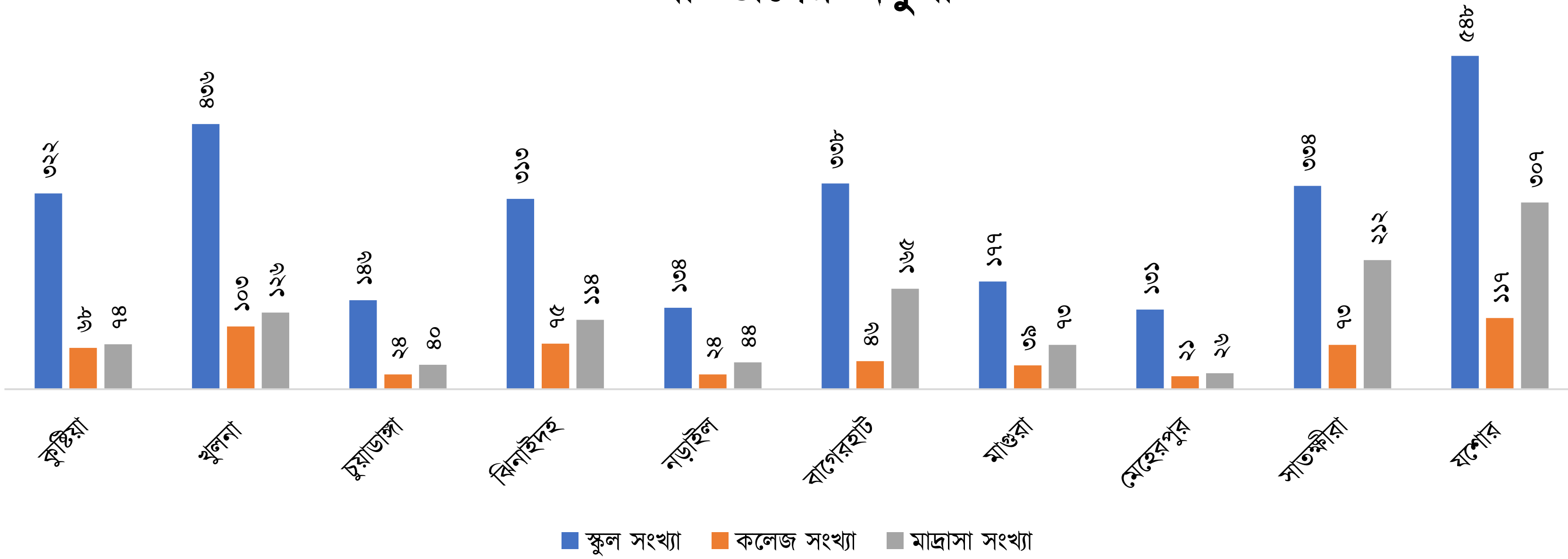

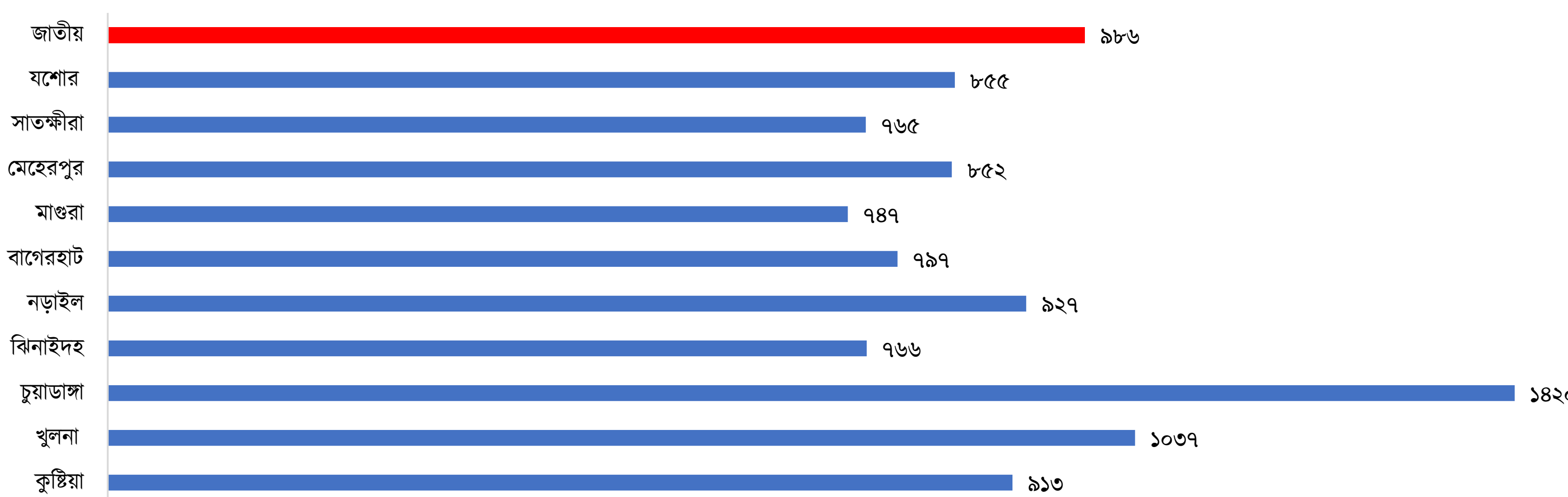

উৎসঃ ব্যানবেইস

বিভিন্ন বিভাগের শহুরে ও গ্রামীণ শিক্ষিতের হারের চিত্র

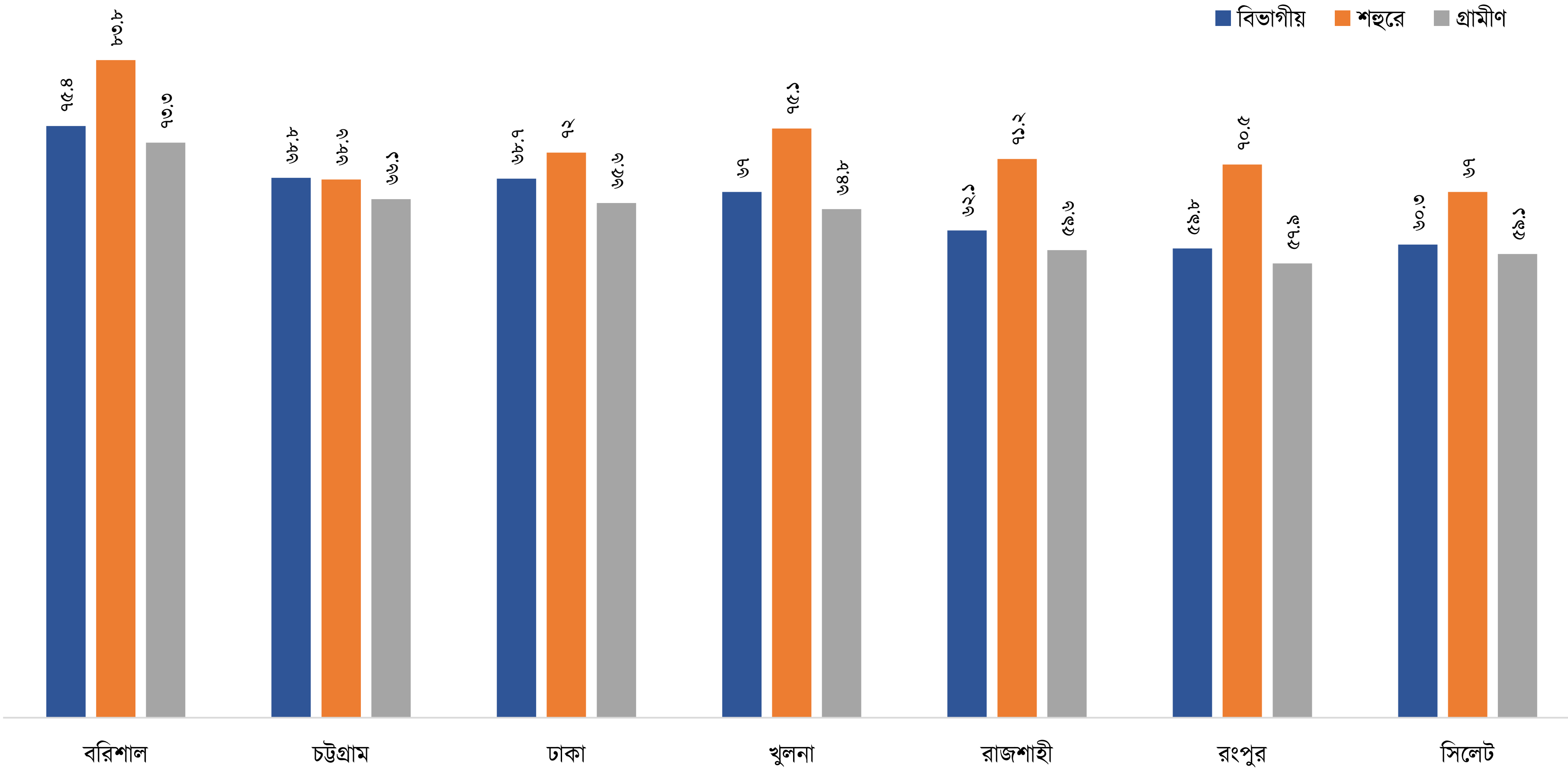

উৎসঃ খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬

খুলনা বিভাগের সাথে বাংলাদেশের স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ ২০২১ (শতাংশ)

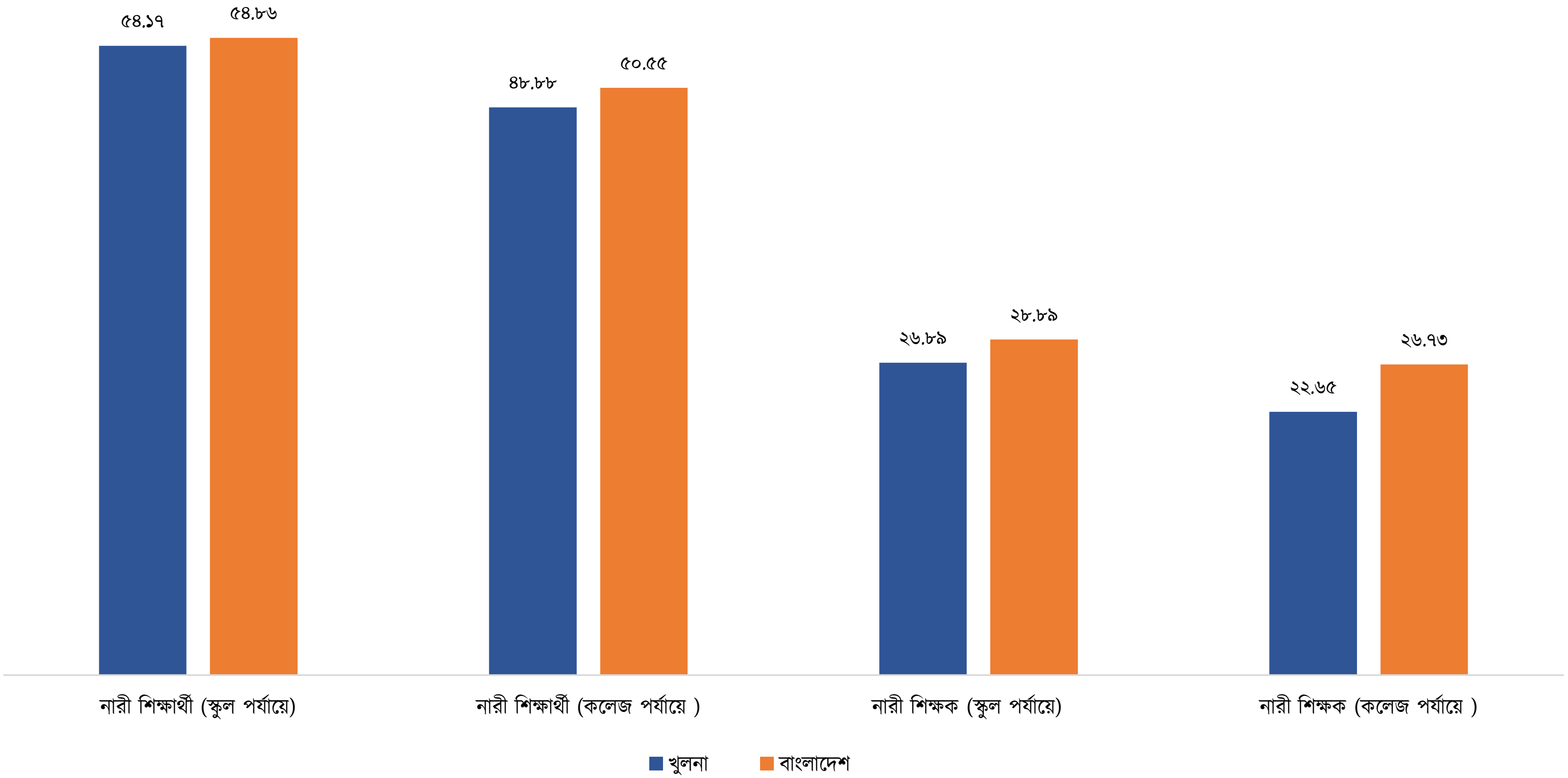

উৎসঃ ব্যানবেইস

খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার নারী পুরুষ ভেদে বিদেশে কর্মসংস্থানের চিত্র

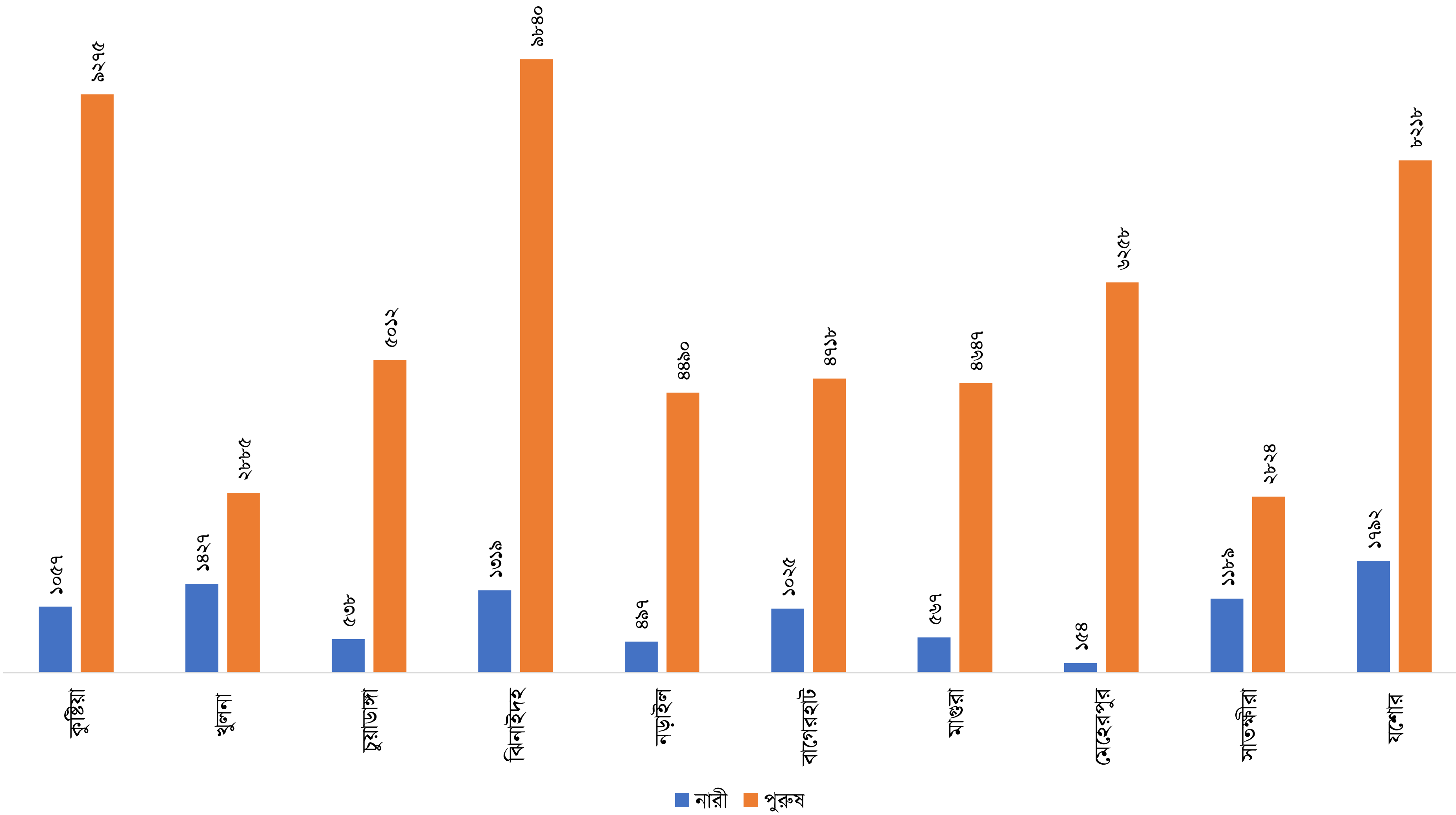

উৎস: জেন্ডার পরিসংখ্যান ২০১৮

মুক্ত আলোচনার উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

৯০টি মুক্ত আলোচনা

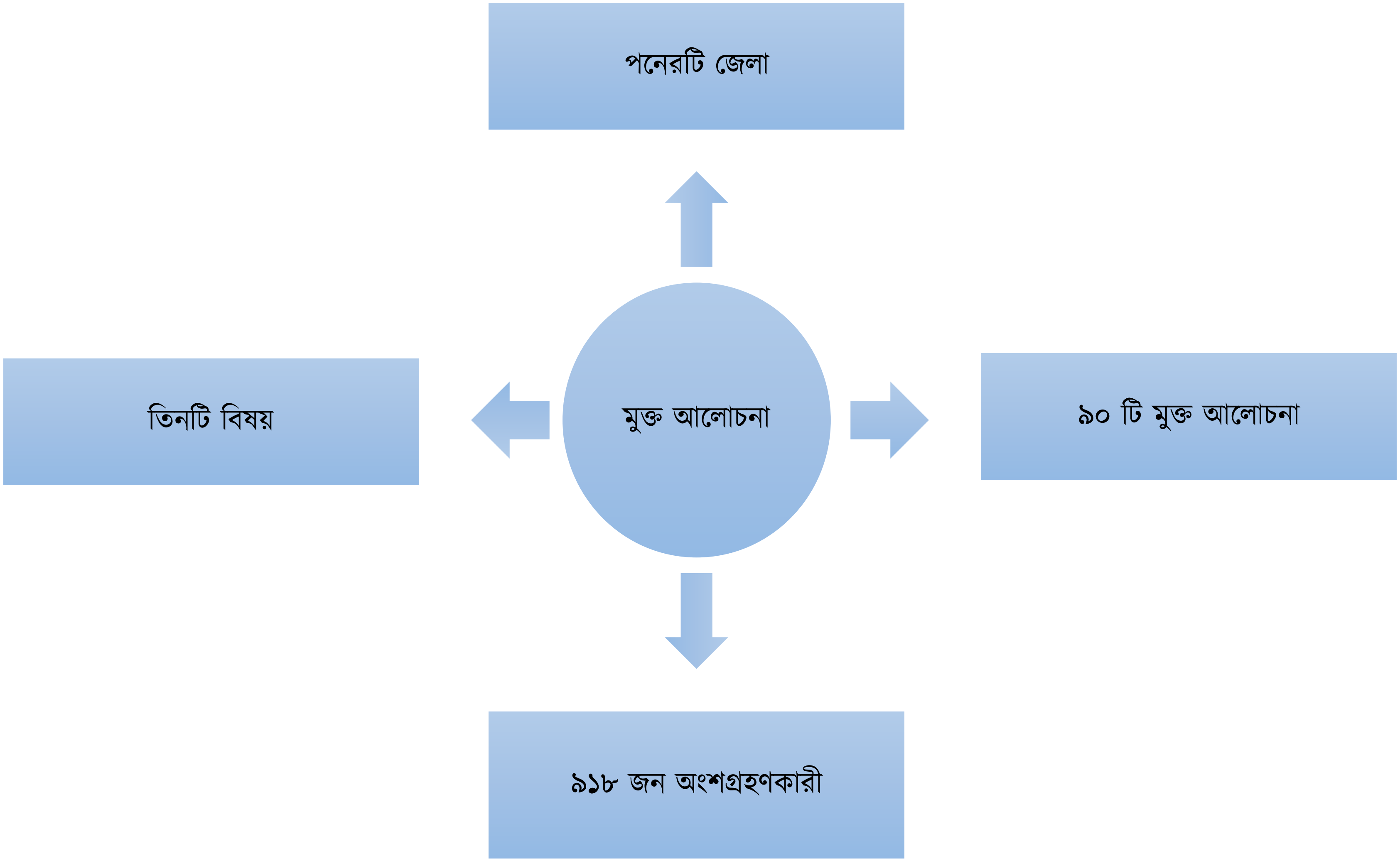

খুলনা অঞ্চলের মুক্ত আলোচনা

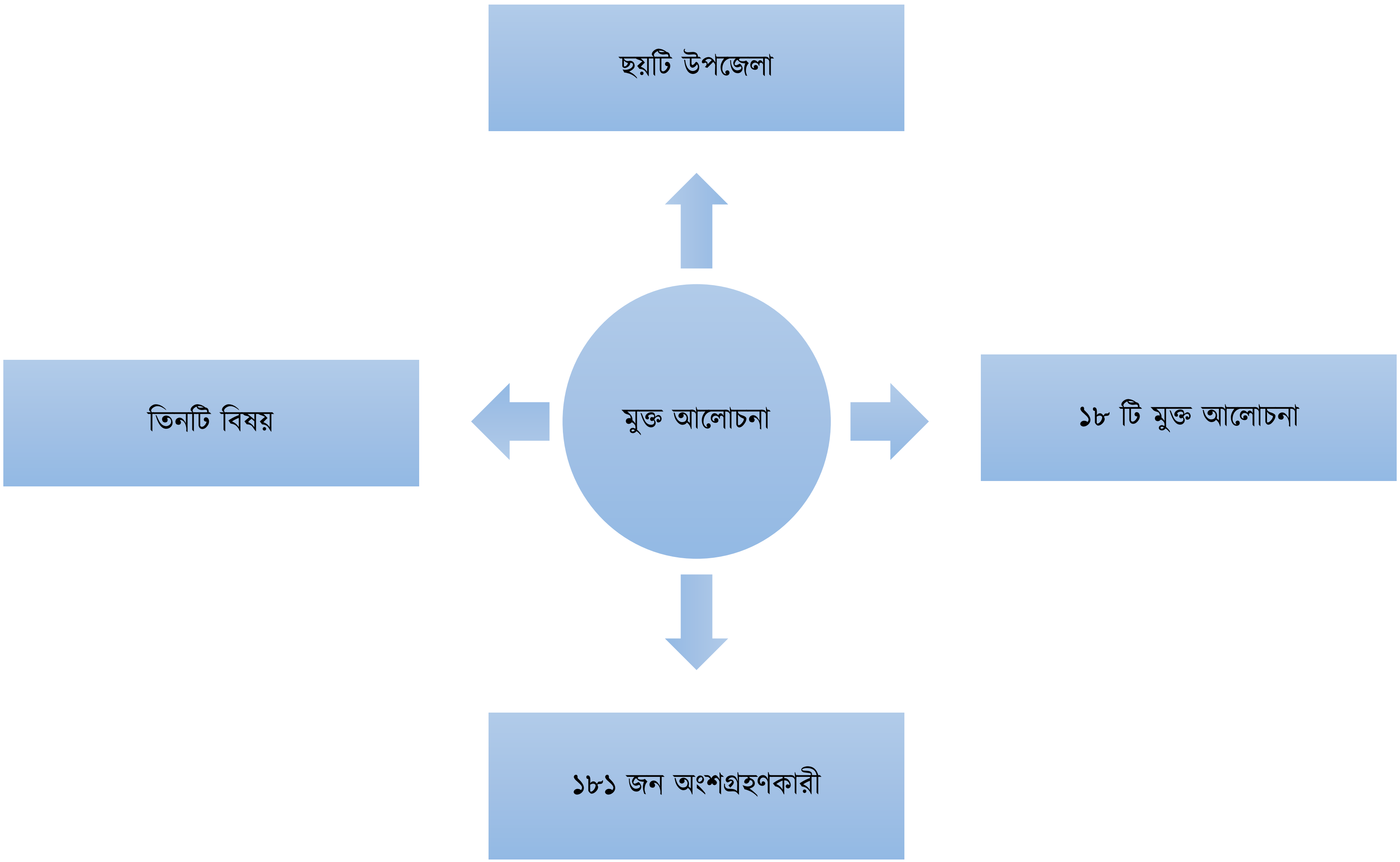

মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিল

- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি
- সরকারি কর্মকর্তা
- এনজিও প্রতিনিধি
- শিক্ষক
- বেসরকারি চাকরিজীবী
- ধর্মীয় নেতা
- দিনমজুর
- যুব প্রতিনিধি
- ব্যবসায়ী

খুলনা অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীদের অভিমত

খুলনা বিভাগের ছয়টি উপজেলায় (তালা, সাতক্ষীরা, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট, মিরপুর ও কুষ্টিয়া) মোট ১৮১ জন মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেছিল।

তালা অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীরা বলেছিলেন

- প্রতিবন্ধী শিশুদের সুবিধার জন্য নতুন কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি
- শহরের বাইরে কলকারখানার পরিমান কম থাকায় চাকরির সুযোগ বাড়ছে না
- রাস্তাঘাট সংস্কার করা জরুরী
- নির্বাচন পরবর্তী সময়ে স্কুল পর্যায়ে নতুন কোনো ফুড প্রোগ্রাম চালু হয়নি

সাতক্ষীরা অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীরা বলেছিলেন

- নার্সারী উদ্যোক্তাদের জন্য কোনো ঋণ সুবিধা নাই
- প্রতিবন্ধী শিশুদের সুবিধার জন্য নতুন কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি
- শিশু দিবা কেন্দ্রের স্থাপিত হচ্ছে না

মোড়েলগঞ্জ অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীরা বলেছিলেন

- তরুণ সমাজ তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছে না
- সরকারি ঋণ ব্যবস্থা করা শুধু সরকারি চাকরিজীবীদের জন্যই সহজ
- নির্বাচন পরবর্তী সময়ে নতুন কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়নি

খুলনা অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীদের অভিমত

বাগেরহাট অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীরা বলেছিলেন

- মাদ্রাসা পর্যায়ে ফুড প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত হচ্ছে না
- পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অসমতা রয়ে গেছে
- স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা সভার অভাব রয়েছে

মিরপুর অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীরা বলেছিলেন

- প্রশাসনিক ঝামেলা ব্যতীত সরকারী ব্যাংকে ঋণের ব্যবস্থা করা দায়
- স্থানীয় মানুষ সরকারী প্রকল্পে কম সুযোগ পায়
- প্রয়োজনের তুলনায় প্রশিক্ষণের হার অনেক কম

কুষ্টিয়া অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীরা বলেছিলেন

- মহিলা দিনমজুরের পারিশ্রমিক পুরুষের চাইতে কম হারে বাড়ছে
- কর্মক্ষেত্রে নারীরা হয়রানির শিকার হচ্ছে
- চাকরীর নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে

শোভন কর্মসংস্থান

- শোভন কর্মসংস্থানের বিষয়ে এই ইশতেহারে মোট ৪৬ টি অঙ্গীকার করা হয়েছে, যা আগের নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই ইশতেহার এমন একটি সময়ে গৃহীত হয়, যখন প্রবৃদ্ধির হারের দিক থেকে বাংলাদেশ অনেকের চেয়ে এগিয়ে ছিল। কিন্তু কোভিড–১৯ অতিমারির কারণে এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে।

- সিপিডি ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে শোভন কর্মসংস্থান বিষয়ক ৪৬টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ২৪ টি প্রতিশ্রুতি (৫২ শতাংশ) সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক হিসেবে সনাক্ত করেছে।

- ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত শোভন কর্মসংস্থান বিষয়ক অঙ্গীকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। তবে ২০০৮ ও ২০১4 সালের নির্বাচনী ইশতেহারের তুলনায় ২০১৮ সালের ইশতেহারে শ্রম অধিকার ও নারী–পুরুষ সমতায় যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে শোভন কর্মসংস্থান বিষয়ক অঙ্গীকারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এর একটি বড় অংশ ইতিমধ্যে গৃহীত নীতি—যেমন আর্থিক সহায়তা, ঋণ, কর অবকাশ—অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক।

প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
১। ২০২৩ সালের মধ্যে বেকারত্বের হার ১.২ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। কৃষি, শিল্প ও সেবা কর্মসংস্থানে চাকরির হার যথাক্রমে ৩০, ২৫, ও ৪৫ শতাংশ হবে। এই সময়ের মধ্যে, ১,১০,৯০,০০০ নতুন মানুষকে কর্মশক্তিতে যুক্ত করা হবে।	বাস্তবায়ন হতে বাকি	বেকারত্বের হার ২০১৯ সালে ছিল ৪.২২ এবং ২০২০ সালে ৫.৩
২। প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	সারা দেশে ১১১ টি আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও উপজেলা পর্যায়ে ৪৯৮ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবকদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বিকাশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
৩। প্রতিটি উপজেলা থেকে এক হাজার যুবক বিদেশে পাঠানো হবে	বাস্তবায়ন হতে বাকি	
৪। দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দুটি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে; ১. 'কর্মঠ প্রকল্প' (পরিশ্রমী প্রকল্প) ২. 'সুদক্ষ প্রকল্প' (দক্ষ প্রকল্প)	অগ্রগতি প্রয়োজন	
৫। ভবিষ্যতে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত জামানতমুক্ত ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে	বাস্তবায়িত হচ্ছে	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে দুই ধরনের কর্মসুচি চালু করা হয়েছে। ১) গ্রুপ ভিত্তিক যুব ঋণ কর্মসুচি ২) একক যুব ঋণ কর্মসুচি। এছাড়া উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ নামে নতুন ঋণ কর্মসুচি প্রাথমিকভাবে ৮টি বিভাগীয় জেলায় চালু করা হয়েছে। তবে যুবকদেরকে আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য উৎসাহ হিসেবে কর্মসংস্থান ব্যাংক এর পক্ষ থেকে জামানত ছাড়াই সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা লোন দেয়া হচ্ছে।

প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
৬। তরুণ উদ্যোক্তা তৈরিতে 'যুব উদ্যোক্তা নীতি' প্রণয়ন করা হবে	বাস্তবায়ন হতে বাকি	
৭। প্রতিটি জেলায় একটি করে 'যুব স্পোর্টস কমপ্লেক্স' প্রতিষ্ঠিত হবে	অগ্রগতি প্রয়োজন	
৮। জাতীয় সেবা কর্মসূচি প্রতিটি উপজেলায় সম্প্রসারিত হবে	বাস্তবায়ন হতে বাকি	
৯। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের আওতায় পৃথক যুব বিভাগ গঠন করা হবে	বাস্তবায়ন হতে বাকি	
১০। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য তহবিল বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে	বাস্তবায়ন হতে বাকি	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ ১.২% বৃদ্ধি পেলেও ২০২১-২২ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত মোট বাজেট ছিল ১৪৭৮,৯৩,০০,০০০ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট ১১২১,৬০,০০,০০০ টাকা।
১১। পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে আর্থিক উদ্যোগ নেওয়া হবে। বৈচিত্র্য অব্যাহত থাকবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের আওতাধীন তিনটি পাটকল আধুনিকায়ন, শেখ হাসিনা জুট-টেক্সটাইল মিল স্থাপন, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও বিতরণ, মৌলিক এবং ফলিত পাট গবেষণা বৃদ্ধি, জামালপুরের মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, পাটের বিবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করতে দেশীয় বাজারে খাদ্যশস্যসহ ১৯ টি পণ্যের প্যাকিংয়ে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
১২। পর্যটন খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	বাস্তবায়ন হতে বাকি	বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের পর থেকেই বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে ।
১৩। স্থানীয় পর্যায়ে কোল্ড স্টোরেজ , ফসল প্রক্রিয়া করন ও দক্ষ সাপ্লাই চেইন/ভ্যালু চেইন স্থাপিত হবে	বাস্তবায়ন হতে বাকি	
১৪। শিল্পায়নের অগ্রগতি ও উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনে দেশীয় গবেষণা উৎসাহিত করতে গবেষণা ব্যয় বৃদ্ধি করা হবে।		
১৬। কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিস্তারে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প নীতিমালা-২০২১ থেকে বোঝা যায় কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিস্তারে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।
১৭। নারীদের জন্য সহজ শর্তে কৃষি লোনের ব্যবস্থা করা হবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বেশ কিছু বিশেষ ফার্ম লোন প্রদান করছে। প্রান্তিক কৃষকদেরকে জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণও প্রদান করা হচ্ছে। গবাদিপশু পালনে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বিশেষ ঋণ সহায়তা দিচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি লোনের ক্ষেত্রে সুদের হার এক শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে যাতে করে কৃষকরা করোনা মহামারি মোকাবেলা করতে হিমশিম না খায়।
১৮। ব্যবসা ও কলকারখানা স্থাপনে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে		
১৯। তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য তহবিল, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনসহ সরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি	বাস্তবায়িত হচ্ছে	যুব উন্নয়নের রাজস্ব খাত ও উন্নয়ন খাত উভয় খাতেই বরাদ্দ বেড়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশব্যাপী কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের কর্মমূখী প্রশিক্ষণ পরিচালনার পরিধিও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জেন্ডার সমতা

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর "নারীর ক্ষমতায়ন" শীর্ষক ৩.১২ ধারায় বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পাঁচটি অঙ্গীকার উল্লেখ করেছে -

- ২০2০ সাল নাগাদ উচ্চ শিক্ষায় নারীপুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত বর্তমানের ৭০ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে অধিকসংখ্যক নারী নিয়োগের নীতি আরও জোরালোভাবে অনুসরণ করা।
- নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে তাঁদের জন্য আলাদা ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা, কারিগরি সুবিধা, সুপারিশসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
- জয়িতা ফাউন্ডেশনের সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারীদের সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ আরও জোরালোভাবে চালিয়ে নেওয়া হবে।
- নারী-পুরুষের সমান মজুরির নিশ্চয়তা, গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সব ক্ষেত্রে নারীর কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন করা হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।
- সরকারি প্রতিষ্ঠানে উন্নত মানের দিবা যত্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করা।

প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
১। ২০২০ সাল নাগাদ উচ্চ শিক্ষায় নারীপুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত বর্তমানের ৭০ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে অধিকসংখ্যক নারী নিয়োগের নীতি আরও জোরালোভাবে অনুসরণ করা।	বাস্তবায়িত হতে বাকি	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৫৬ শতাংশ ছাত্র এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী ছাত্র (UGC, 2020)। ডিগ্রিতে ছাত্রীর হার ৪১ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ৩৬ দশমিক ০৭ শতাংশ (ব্যানবেইস, ১৯)।
২। নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে তাঁদের জন্য আলাদা ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা, কারিগরি সুবিধা, সুপারিশসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	• বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই উন্নয়ন নীতি বিভাগ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জামানত ছাড়া সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা এসএমই ঋণ • দেশের ৬৪ জেলার ৪৯০ উপজেলায় প্রায় এক কোটি সুবিধাবঞ্চিত নারীদের তথ্যপ্রযুক্তি সেবার আওতায় আনা হচ্ছে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুবিধার্থে ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলায় জনপ্রতি ৫০০০ থেকে ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা • অপারেটিং বাজেটের অর্থায়নে ২৫ টি প্রোগ্রামের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান • ‘তথ্য আপা’ নামে একটি মোবাইল এপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৭০ লাখ প্রান্তিক নারী এই প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করছে • এসএমই ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ৩৯৩৯ কোটি টাকা বিতরণ করেছে • প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা ডেস্ক স্থাপন • বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১০% শিল্প প্লট এবং ১০% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তহবিল

প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
৩। জয়িতা ফাউন্ডেশনের সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারীদের সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ আরও জোরালোভাবে চালিয়ে নেওয়া হবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	মহিলা উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে ১২ তলা জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে যেখানে ২৮,০০০ মহিলা উদ্যোক্তাকে একত্রিত করা হবে এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
৪। নারী-পুরুষের সমান মজুরির নিশ্চয়তা, গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সব ক্ষেত্রে নারীর কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন করা হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।	বাস্তবায়িত হতে বাকি	বাজারে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পেলেও নারীরা বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হন। এখনো নারীদের কাজের ক্ষেত্র সীমিত এবং পুরুষদের তুলনায় মজুরিও বেশ কম। জিজিয়ার ২০১৪ অনুযায়ী, একই কাজের জন্য নারীরা পুরুষের তুলনায় মাত্র ৫৭ শতাংশ মজুরি পায় (GED, 2015)। সেই সাথে কারিগরি কর্মীদের মাঝে নারীর সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশেরও কম (GED, 2015)। ৬৪ জেলার ৪২৬ টি উপজেলার প্রান্তিক পর্যায়ে ২,১৭,৪৪০ জন নারীকে আর্থিক উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উৎপাদনশীল সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করার জন্য মহিলাদের ক্ষমতার বিকাশ করার লক্ষ্যে 'স্বপ্ন' নামের একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রায় ৬৫,০০০ অতি-দরিদ্র পরিবার প্রকল্প-পরবর্তী তাদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকা রক্ষা করতে সক্ষম হবে। গার্মেন্টস ও অন্যান্য শিল্পে নারী শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ আবাসন সুবিধা চালু করতে চট্টগ্রাম এবং নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ডরমেটরি নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
৫। সরকারি প্রতিষ্ঠানে উন্নত মানের দিবা যত্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করা।	বাস্তবায়নের গতি মন্থর	বাংলাদেশের ৭৭ শতাংশ কর্মস্থলে এখনো নারী কর্মীদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র নেই (IFC, 2019)। তবে, সরকারি উদ্যোগে ২০ টি দিবা যত্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ডাইফ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৬৭ টি শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করেছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ২৪৩ টি শিশু কক্ষ স্থাপন করেছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২১)।

শিক্ষা

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-তে উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহ

- শিক্ষা খাতে ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি হিসেবে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান ও বরাদ্দকৃত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কথা বলে হয়েছে
- শিক্ষার মান উন্নয়েনের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভাষা ও গণিতের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে
- নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য প্রাথমিক স্তরে ঝড়ে পড়ার হার শুন্যে নামিয়ে আনা।
- গ্রাম ও শহরতলির সব স্কুল এবং স্বল্প আয়ের শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোর মধ্যে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সার্বজনীন করা হবে
- উচ্চস্তরে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের যে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে তা অব্যাহত থাকবে
- শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে যোগ্যতা, মেধা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হবে
- গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উৎসাহ, সহায়তা, এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে
- প্রশ্ন ফাঁস ও নকল বন্ধ করার লক্ষ্যে শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া হবে

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-তে উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহ

- মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করা হবে এবং ধর্মীয় শিক্ষায় কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যুক্ত করা হবে
- আদিবাসি জনগোষ্ঠীকে নিজ ভাষায় আধুনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হবে এবং বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে
- প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সকল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বই ছাপার উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং প্রতিবন্ধীদের মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- শিক্ষকদের বেতন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি সহ সকল কল্যাণমূলক উদ্যোগ সত্ত্বেও, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কাঠামোতে কিছু বৈষম্য থাকতে পারে, যা পরবর্তী মেয়াদে বিবেচনা করা হবে।

প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
১। শিক্ষা খাতে ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি হিসেবে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান ও বরাদ্দকৃত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কথা বলে হয়েছে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে সামাজিক সুরক্ষা খাতের পরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ সালে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৫.৪৩, ৫.৮৩ এবং ৬.০৫ শতাংশ।
২। শিক্ষার মান উন্নয়েনের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভাষা ও গণিতের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে।	বাস্তবায়ন হতে বাকি	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি এখনো চলছে কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এখন পর্যন্ত বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা যায়, ২০২০ সালের মধ্যে এ দুটি বিষয়ে ২ হাজার মাস্টার ট্রেইনারের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার কথা।
৩। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য প্রাথমিক স্তরে ঝড়ে পড়ার হার শুন্যে নামিয়ে আনা।	বাস্তবায়ন হতে বাকি	সাক্ষরতার হার বর্তমানে ৭২.৯ শতাংশ-২০০৬ সালে ছিল ৫৩.৭ শতাংশ (বিবিএস ২০১৬-১৭) । ঝরে পড়ার হার ৫০ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশে নেমে এসেছে।
৪। গ্রাম ও শহরতলির সব স্কুল এবং স্বল্প আয়ের শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোর মধ্যে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সার্বজনীন করা হবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	২০১৯ সালের ১৯ আগস্ট জাতীয় স্কুল মিল পলিসি ২০১৯ অনুমোদন দেয়া হয়। ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং প্রাথমিকে উপস্থিতি বাড়াতে এর মাধ্যমে প্রায় দেড় কোটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে খাবার দেওয়া হয়েছে।
৫। উচ্চস্তরে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের যে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে তা অব্যাহত থাকবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে আর্থিক বাধা দূর করতে বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালে বেসরকারি বিদ্যালয়ের বর্ধিত ফি’র সীমা নির্ধারণ করে দেয়। এ ছাড়া সরকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের উপবৃত্তি ও শিক্ষায় ভর্তুকি দিয়ে থাকে।

প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
৬। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে যোগ্যতা, মেধা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হবে	বাস্তবায়িত হচ্ছে	মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও সার্টিফিকেশন অথরিটি (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-এর ইশতেহারে বলা হয়েছে, এই বিষয়ে পৃথক নীতিমালা করা হবে।
৭। গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উৎসাহ, সহায়তা, এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	২০২০-২১ অর্থবছরের মূল বাজেটে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার জন্য ৬৬.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের বাজেটে ছিল ৬৪.৫৮ কোটি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্রের গুনগত মান নিশ্চিত করতে একটি কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে প্ল্যাগিয়ারিজম পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে এবং গবেষণা খাতে সুষ্ঠু অর্থায়ন নিশ্চিত করতে ''রিসার্চ প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'' নামের একটি সফটওয়ার কেনার প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে।
৮। প্রশ্ন ফাঁস ও নকল বন্ধ করার লক্ষ্যে শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	কিছু সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন, প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট ছাপানো ও লটারি পদ্ধতির ভিত্তিতে সেট নির্বাচন করা, প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত গোষ্ঠীর সন্ধান করা এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখতে বাধ্য করা।
৯। মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করা হবে এবং ধর্মীয় শিক্ষায় কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যুক্ত করা হবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	২০২১ সালে মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষার সংযুক্তির মাধ্যমে নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হবে। আইডিবির আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত ১০০ মাদ্রাসায় দাখিল পর্যায়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা হয়েছে।

প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বর্তমান অবস্থা
১০। আদিবাসি জনগোষ্ঠীকে নিজ ভাষায় আধুনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হবে এবং বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	২০১৭ সাল থেকে সরকার চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাদ্রি ও গারো ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে যাচ্ছে। ২০২০ সালে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এসব ভাষার ৯৭,৫৯৪ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে ২,৩০,১৩০ টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছে। এছাড়াও ৫টি ভিন্ন জাতিগত ভাষায় তৈরি বই ক্লাস ওয়ান, টু, থ্রি এর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
১১। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সব দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য বই ছাপানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং প্রতিবন্ধীদের মানবসম্পদ হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	‘ডিজিটাল এক্সিসিবল ইনফরমেশন সিস্টেম’ নামে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে-এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশের সহযোগিতায় প্রথম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সব দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, মুদ্রণ প্রতিবন্ধী ও শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের জন্য এটি হাতে নেওয়া হয়েছে। NAAND প্রকল্পের অধীনে ১৫০০ জনকে অটিজম এবং এনডিডিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১০০ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ১ দিনের মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এছাড়াও ৯,১৯৬টি ব্রেইল বই প্রদান করা হয়েছে।

মুক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি

- আলোচনায় বেশিরভাগ মানুষ উল্লেখ করেছেন, তারা নিজ চাহিদা বা দাবি সরাসরি বা লিখিত আকারে প্রার্থীদের কাছে উপস্থাপন করতে পারেননি। তাদের অত্যন্ত সীমিত আকারে এসব সমস্যা উপস্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হলেও চূড়ান্ত ইশতেহারে তা প্রতিফলিত হয়নি।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের সম্পৃক্ততা নেই। আবার এমন কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নেই, যার মাধ্যমে দলের সদস্যদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা যেতে পারে।
- অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই ইশতেহারে উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে অবগত নয়। অনেকক্ষেত্রেই ইশতেহার বলতে তারা জনপ্রতিনিধিদের মৌখিক অঙ্গীকারকেই বুঝে থাকেন।
- অবকাঠামোগত উন্নয়নকেই অংশগ্রহণকারীরা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।
- জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা ততটা অবগত নয়। স্থানীয় উন্নয়ন পদক্ষেপের বিষয়ের তাদের কাছে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে।
- নির্বাচনের পূর্বে জনপ্রতিনিধিদের কাছে স্থানীয় জনগন তাদের দাবিদাওয়া তুলে ধরতে পারলেও নির্বাচনের পরে সে সুযোগ কমে গেছে। যদিও অনেকেই সরাসরি সংসদ সদস্যদের কাছে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পেরেছেন।
- প্রশাসনিক জটিলতার কারণে গ্রামীন জনগন অনেকসময় সরকারি বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না।
- স্থানীয় জনগন তাদের চাহিদা সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে পায় না।

মুক্ত আলোচনায় উত্থাপিত সুপারিশ

- জনপ্রতিনিধির সঙ্গে জনগণের যোগাযোগের সুযোগ কমে গেছে। জনপ্রতিনিধির সঙ্গে জনগণের নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার রীতি গড়ে তুলতে হবে। যোগাযোগের অভাব অনেকসময় ইশতেহার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।
- ইশতেহার নির্বাচনের পরে কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তা নিয়ে যথাযথ মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- নির্বাচিত হওয়ার পরে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচনী এলাকায় নিয়মিত সংলাপ ও আলোচনা সভার আয়োজন করে এলাকার মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।
- জনগণের প্রয়োজন এবং সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জানতে সরকার বা তার প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে অনলাইন জরিপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

মুক্ত আলোচনায় উত্থাপিত সুপারিশ

- জনগনকে উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ ঋণের ব্যাবস্থা করতে হবে। ঋণ সংক্রান্ত সকল জটিলতা দূর করতে হবে।
- সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পে স্থানীয় শ্রমিকদের অগ্রাধিকার এবং কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে।
- প্রতিটি উপজেলায় প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে প্রশিক্ষণের মাত্রা বাড়াতে হবে এবং কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে বেকারত্ব কমাতে পদক্ষেপ নিতে হবে।
- দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতির সাথে সাথে শ্রমিকের পারিশ্রমিক বাড়াতে হবে। তার সাথে শ্রমিকের ন্যায্য পারিশ্রমিক এবং বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হবে।
- গ্রামাঞ্চলে শিল্পনগরী স্থাপন, বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প, এবং সরকারের ৪০ দিনের একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রামীণ জনগণের জন্য কাজের সুযোগ তৈরিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং এসব কর্মসুচির পরিধি আরও বৃদ্ধি করা উচিত।
- কাঠামোগত উন্নয়নের সাথে শিক্ষা খাতের গুণগত উন্নয়নে গুরত্বারোপ করতে হবে। বরাদ্দ বেশি থাকা সত্ত্বেও বছরের পর বছর তহবিল ব্যবহারের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। দেখা যায়, বরাদ্দের বড় একটি অংশ চলে যায় অনুন্নয়ন ব্যয়ে। সুতরাং, তহবিলের যথাযথ ব্যবহার বরাদ্দ বৃদ্ধির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্ত আলোচনায় উত্থাপিত সুপারিশ

- সরকারি চাকরি এবং কিছু বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বেতন বৈষম্য না থাকলেও অনানুষ্ঠানিক খাতে এখনো মজুরি বৈষম্য আছে। দিনমজুর, কৃষি শ্রমিক ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারী ও পুরুষের মজুরিতে এখনো বড় ধরনের বৈষম্য আছে। একজন পুরুষ কর্মী যেখানে পাচ্ছেন ৪০০-৪৫০ টাকা, একজন নারী কর্মী সেখানে পাচ্ছেন মাত্র ২০০-২৫০ টাকা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।
- নারীর ক্ষমতায়ন ও চাকরির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ যেমন, গাড়ি চালানো, আইসিটি, ইত্যাদিসহ আরও নানা ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- কিছু বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে শিশু ও বাল্যবিবাহ রোধ, মাদকের বিস্তার রোধ ও ইভটিজিং রোধ নিশ্চিত করা উচিত।
- নারীর স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়ন এবং সব ধরনের অধিকার সম্পর্কে নারীদের অবগত করতে ও অধিকারের প্রয়োগ বাড়াতে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে।
- নারীর সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে নারী ব্যবসায়ীদের জন্য সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে। সেই অনুদান যেন সঠিকভাবে বণ্টন করা হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এ লক্ষ্যে সরকার কমিটি গঠন করে দিতে পারে।
- নারীর কাজের প্রতি আগ্রহ ও সুযোগ বাড়াতে শহর এবং গ্রামে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

এই সংলাপ থেকে প্রত্যাশা

- নাগরিকদের মধ্যে ইশতেহারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে তারা রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত প্রতিশ্রুতিগুলি মূল্যায়ন করতে অনুপ্রাণিত হয়।
- বর্তমান সরকারের শিক্ষা, শোভন কর্মসংস্থান, ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক নির্বাচনী ইশতেহার নিয়ে আলোচনা করা।
- জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
- যেসব স্থানীয় চাহিদার ওপরে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন আছে, তার ওপরে আলোকপাত করা।
- নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন সম্পর্কে জনগণের মনোভাব নীতি নির্ধারকদের কাছে তুলে ধরা।

কয়েকটি প্রশ্ন?

- ইশতেহারের গুরুত্ব কীভাবে বাড়ানো যাবে?
- ইশতেহার প্রণয়নে জনগণের সম্পৃক্ততা কীভাবে বাড়ানো যায়?
- ইশতেহারের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার উপায় কি?
- যেসব স্থানীয় চাহিদার ওপরে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন আছে, তার কীভাবে জনপ্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরা যাবে?

ধন্যবাদ